ইত্তেফাক

তারিখ ২৮/১২/৮১
পৃষ্ঠা

115

384

প্রসঙ্গ ঃ মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইন্সটিটিউট

ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে গত ২৫শে ডিসেম্বর মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনষ্টিটিউট-এর অবস্থা শিরোনামে জনৈক এম, এস, ইসলামের লিখিত চিঠির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত চিঠিতে বর্ণিত অনেকগুলি সংবাদ সঠিক তথ্যভিত্তিক নয় এবং বাস্তবতা বিবর্জিত।

মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনষ্টিটিউট মীরপুর উন্নয়ন কমিটির অর্থানুকূল্যে এবং এ এলাকার মেয়েদের শিক্ষার একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ। অত্র ইনষ্টিটিউটটি যেহেতু মীরপুর শহর উন্নয়নের টাকায় নির্মিত সে কারণেই শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একটি বিশেষ ধরনের কমিটি দ্বারা সুপরিচালিত। মীরপুর উন্নয়ন কমিটির প্রধান হিসাবে মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার অত্র ইনষ্টিটিউটের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। গভর্নিং বডিতে মীরপুরের স্থানীয় অভিভাবক সদস্য, ঢাকা বিভাগ উন্নয়ন বোর্ডের ডিরেক্টর/উন্নয়ন বোর্ডের মনোনীত সদস্য/মাননীয় ডি, পি, আই সাহেবের মনোনীত সদস্য, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের মনোনীত সদস্য এবং শিক্ষিকাদের মধ্যে হইতে দুইজন সদস্য নিয়া গঠিত। সদস্য মহোদয়গণ অতীব জ্ঞানী এবং শিক্ষানুরাগী, তাঁহারা সমাজের তথা দেশের গণ্যমান্য লোক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অত্র ইনিষ্টিটিউটের অধ্যক্ষার দায়িত্বহীনতা, কর্তব্যে অবহেলা, শিক্ষিকামণ্ডলীর মধ্যে দলীয় কোন্দল সৃষ্টি করা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাতের জন্য ইনিষ্টিটিউট ধ্বংসের পথে চলিতেছিল। অভিভাবক/শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইনিষ্টিটিউটের গভর্নিং বডি অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে গভর্নিং বডির সদস্যদের নিয়া একটি তদন্ত টিম গঠন করেন এবং উক্ত টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উক্ত অধ্যক্ষাকে উল্লেখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রিন্সিপ্যালের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলিতেছে।

অত্র ইনিষ্টিটিউটের নব নিযুক্ত ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যোগ্যতাবলে গর্ভনিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত। তিনি প্রিন্সিপ্যালের সাসপেন্সানের পূর্বেই নিয়োজিত হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহার যোগ্যতাবলে অবিভাবক/শিক্ষিকা এবং ছাত্রী মহলে প্রশংসিত। ইনিষ্টিটিউটের সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষা অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধঃপতনের দিকে নিতে ছিলেন এবং অর্থ আত্মসাত ও অযোগ্যতা ঢাকিয়া রাখার জন্য ইনিষ্টিটিউটের সঠিক পদ্ধতিতে গঠিত গভর্নিং বডি বাতিল করিবার জন্য পাঁয়তারা করেন। বিনা টেণ্ডারে নিজস্ব লোকদ্বারা ইনষ্টিটিউটের আসবাবপত্র ক্রয় করিবার অভিযোগ ভিত্তিহীন, কেননা নিয়মমাফিক টেণ্ডার ডাকিয়া উক্ত অধ্যক্ষাই উক্ত আসবাবপত্র ক্রয় করেন এবং উহার টাকা প্রদান তিনিই করেন। আলোচ্য আসবাবপত্র এখনও উক্ত প্রতিষ্ঠানে আছে এবং উহার মান সঠিক হইয়াছে। ইনষ্টিটিউটের শিক্ষিকাদের বেতন স্কেল বর্তমানে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্কেলের চাইতে বেশী। সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষা শিক্ষিকাদের ভুল তথ্য দিয়া এবং বেতন বিলে সই না করিয়া ৬ মাসের বেতন প্রদানে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিকাগণ যখন অধ্যক্ষার অনুরূপ কারসাজি ধরিয়া ফেলেন, তখন তাঁহারা সকলে গভ্র্নিং বডির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে তাঁহাদের বকেয়া বেতন গ্রহণ করেন। ইনষ্টিটিউট ঢাকা বিভাগ উন্নয়ন বোর্ডের অর্থানুকুল্যে নির্মিত এবং উক্ত বোর্ডের পরিকল্পনা মাফিক ভিজিটরস রুম নির্মিত হইয়াছে। এ কাজের জন্য ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব টাকা ব্যয় হয় নাই। পুলিশ বাহিনীদ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে ত্রাস সৃষ্টির কথা বিভ্রান্তিমূলক। বরং সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষাই তাঁহার লোকজনদ্বারা শিক্ষিকাদের ভয়-ভীতি দেখাইতেছেন।

আমরা মীরপুর আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনষ্টিটিউটের অভিভাবক/শিক্ষিকাগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, বর্তমান গভর্নিং বডি সঠিক পথে সঠিক পদক্ষেপ নিয়াছেন এবং অধ্যক্ষার সাসপেনশনের পরে বর্তমানে অত্র ইনষ্টিটিউটটি সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতেছে।

—রুহুল আমীন (অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে), কাজিপাড়া, মীরপুর ও ফাতেমা বেগম (শিক্ষিকাদের পক্ষে), প্রভাষিকা, মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ইনঃ, মীরপুর, ঢাকা।

গোরান রাস্তার দুরবস্থা বনাম তিলোত্তমা ঢাকা

ঢাকা মহানগরীকে তিলো[illegible]

[illegible] তমা'র রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। অথচ গোরান, খিলগাঁও ও সিপাহীবাগ এলাকার রাস্তাসমূহ অবনতির দিকে যাইতেছে। মহানগরীর অনেক রাস্তায় যখন লাল-লাল নীল নীল বাতি এবং রাস্তার মাঝখানে রঙ্গীন পাথর দেখিয়া নয়ন জুড়াইতেছে তখন গোরান এলাকায় অপর্যাপ্ত আলো এবং এবড়োথেবড়ো কর্দমাক্ত রাস্তা দেখিয়া নয়নের জল ঝরিবার উপক্রম হইয়াছে। রাস্তার লেভেল সংরক্ষণ না করায়, প্রয়োজন মতো নর্দমা নির্মাণ না করায় এবং কার্পেটিং থাক, যথাযথভাবে ব্রিক সোলিংও না করায় সামান্য একটু বৃষ্টিতেই স্থানে স্থানে কাদা ও হাঁটু সমান পানি জমিয়া অপরিসীম দুর্ভোগের সৃষ্টি করে। অনেকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, রাস্তা উন্নয়ন করা না হইতে গামবুট ও খেয়া নৌকার ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত "তিলোত্তমা" ঢাকার সৌন্দর্য বাড়াইতে এবং এলাকাবাসীদের চরম দুর্ভোগের অবসান ঘটাইতে অবিলম্বে গোরান, সিপাহীবাগ ও খিলগাঁও এলাকার রাস্তার উন্নয়ন, নর্দমার নির্মাণ ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিবার জন্য ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এবং সরকারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

—ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নূরুল হক, নাহার মঞ্জিল, ২৭৫/১, উত্তর গোরান, ঢাকা-১৭।